Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-11-2026 19:29 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

২০ কার্তিক ।। ১৪৩৩।। শনিবার ৭ নভেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৬২৬ সংখ্যা ।। ৮পাতা



ধনতেরাসে মা কালীর জন্য সোনার জিভ কিনলেন কৌশানী



বাবরি ভাঙতে দেখে কেঁদেছিলাম', 'উগ্র হিন্দুত্বে'র রাজনীতি নিয়ে বিস্ফোরক সোনিয়া

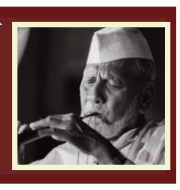
সত্যিই আমেরিকা পরমাণু হামলা চালাবে ইরানে? ইরানে বিলোনো হচ্ছে আয়োডিন বড়ি



লরেন্স বিষ্ণোইয়ের প্রধান স্যাঙাৎ আটক আমেরিকায়, আনা হচ্ছে ভারতে



বারাণসীতে বিসমিল্লা খানের পৈতৃক বাড়ি ভাঙা নিয়ে ফের বিতর্ক,





বাগডোগরায় বায়ুসেনার সঙ্গে দীপাবলির আগে রাজনাথ

নয়া জামানা ঃ দীপাবলির আগের দিন পশ্চিমবঙ্গের বাগডোগরা এয়ার ফোর্স স্টেশনে বায়ুসেনার কর্মীদের সঙ্গে কথা বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। শনিবার তিনি সশস্ত্র বাহিনীকে সর্বোচ্চ মাত্রার অপারেশনাল প্রস্তুতি বজায় রাখতে বলেন।

জোর দিতে বলেছেন পরিস্থিতিগত সচেতনতা, সাইবার সুরক্ষা এবং তথ্যের সততা রক্ষায়, যাতে নতুন নিরাপত্তা-হুমকির মোকাবিলা করা যায়। রাজনাথের কথায়, নিরাপত্তা-পরিস্থিতি ক্রমশ আরও জটিল হচ্ছে। যুদ্ধ এখন শুধু সীমান্তে প্রচলিত সংঘাতে আটকে নেই, তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে অপ্রচলিত যুদ্ধ, প্রক্সি সংঘাত, সাইবার হামলা, ড্রোনের ঝাঁক এবং তথ্যযুদ্ধ। তিনি সতর্ক করেন, প্রতিপক্ষ সরাসরি সংঘর্ষের বদলে দুর্বলতার সুযোগ নিতে চাইছে। এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে অবিশ্বাস তৈরির চেষ্টা। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ক্ষুপ্রায়ই প্রতিপক্ষ সরাসরি মোকাবিলা এড়িয়ে আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে চায়। সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে সে স্থানীয় মানুষ ও আমাদের সৈনিকদের মনে সংশয় ঢোকানোর চেষ্টা করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে আপনাদের ভূমিকা সাধারণ সৈনিকের চেয়েও বড় ।ক্ষু বাগডোগরাকে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং বিশেষত উত্তর-পূর্বের জন্য দেশের নিরাপত্তা-কাঠামোর অপরিহার্য অংশ বলে বর্ণনা করেন রাজনাথ। সেখানে মোতায়েন প্রতিরক্ষাকর্মীদের সাহস ও নিষ্ঠার প্রশংসাও করেন তিনি। তাঁর মতে, ওখানে থাকা বায়ুযোদ্ধারা পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার শক্ত ঢাল, আর তাঁদের অপারেশনাল প্রস্তুতি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে জরুরি।

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সত্ত্বেও শৃঙ্খলা ও সাহস অপরিহার্য, বলেন রাজনাথ। তাঁর কথায়, সেনাকর্মীদের আচরণ, চালচলন, ভাষা ও সংযম স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি তৈরি করে। বাগডোগরা ও আশপাশের মানুষের সঙ্গে সংযোগ আরও জোরদার করার আহ্বান জানিয়ে তিনি জনবিশ্বাস ও শুভেচ্ছা বজায় রাখার গুরুত্বের কথা বলেন। ক্ষুস্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনারা যত বেশি যুক্ত হবেন, প্রতিপক্ষের চক্রান্ত তত দুর্বল হবে,ক্ষু বলেন তিনি। আত্মনির্ভর ভারত অর্জনে সরকারের অঙ্গীকার পুনরায় ব্যক্ত করে রাজনাথ জানান, ড্রোন, ড্রোন-প্রতিরোধী ব্যবস্থা ও উন্নত সামরিক সরঞ্জাম তৈরিতে ভারতীয় স্টার্টআপ ও শিল্পসংস্থার ভূমিকা বাড়ছে। দেশীয় প্রযুক্তি গ্রহণ এবং ড্রোন পরিচালনা ও সাইবার নিরাপত্তায় নতুন দক্ষতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করেন তিনি। ভবিষ্যতের নিরাপত্তা-চ্যালেঞ্জ সামলাতে সেনাবাহিনীকে ক্রমশ প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলার প্রয়োজনের কথাও বলেন। অগ্নিবীরদের জন্য 'সেকেন্ড ট্যুর অফ ডিউটি'-র মন্ত্রিসভার অনুমোদনের উল্লেখ করে রাজনাথ বলেন, এই সিদ্ধান্তে তাঁরা দেশসেবার আরও একটি সুযোগ পাবেন। দু'বছরের নিয়োগ-পর্ব শেষে ইচ্ছা ও নির্ধারিত বাছাই-মানদণ্ড পূরণ সাপেক্ষে সব অগ্নিবীরের নিয়মিত সৈনিক হিসেবে নথিভুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকবে। অগ্নিবীরদের জন্য এই সিদ্ধান্তকে তিনি দীপাবলির উল্লেখযোগ্য উপহার বলে বর্ণনা করেন এবং প্রতিরক্ষাকর্মী ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণে সরকারের অঙ্গীকার ফের জানান। বায়ুযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে সুস্বাস্থ্য, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। উৎসবের সময় পরিবার থেকে দূরে থেকে দেশ পাহারা দেওয়া কর্মীদের ত্যাগের কথা স্বীকার করেন তিনি। পরিবারগুলির সহায়তা ও ত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাজনাথ আশ্বাস দেন, দেশ তাঁদের পাশে থাকবে এবং তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিত করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বায়ুসেনাপ্রধান এয়ার চিফ মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিত, বাগডোগরা এয়ার ফোর্স স্টেশনের এয়ার অফিসার কমান্ডিং এয়ার কমোডর মণীশ শর্মা এবং বায়ুসেনার অন্য উর্ধ্বতন আধিকারিকেরা।

অযোধ্যায় দেব দীপাবলী

ফুলের সাজে রামলালা, সরযূর ঘাটে লক্ষ প্রদীপ

নয়া জামানা ঃ দীপাবলির আগে ফুল আর রঙিন আলোয় সেজে উঠেছে অযোধ্যা। উৎসবের আলোয় দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা ভক্ত ও পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ শ্রী রামজন্মভূমি মন্দির। মন্দির চত্বর, প্রাঙ্গণ এবং রামলালার দর্শনের প্রধান প্রবেশপথ সাজানো হয়েছে বিস্তর ফুল ও রঙিন আলোয়। মন্দিরের সব প্রবেশদ্বারেই ফুলের সাজ। দর্শনার্থীদের জন্য বসেছে বিশেষ সেলফি পয়েন্টও। শনিবার অযোধ্যায় দশম দীপোৎসব। উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উপস্থিত থাকার কথা। ধর্মীয় নেতা ও সাধুসন্তদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৬-এর দীপোৎসবের উদ্বোধন করবেন উপরাষ্ট্রপতি। অনুষ্ঠানে থাকবেন রাজ্যপাল আনন্দীবেন পটেলও। এ বছর সরযূ নদীর ৫৬টি ঘাট আলোকিত হবে লক্ষ লক্ষ মাটির



প্রদীপে। রঙিন আলোয় সাজবে রামজন্মভূমি মন্দিরও। মন্দির চত্বরে ১০১টি প্রদীপ জ্বালিয়ে হবে প্রতীকী আলোকসজ্জা অনুষ্ঠান।

ভগবান রামের আনুষ্ঠানিক বরণ, প্রতীকী রাজ্যাভিষেক, সরযূ আরতি এবং প্রদীপ প্রজ্বলন-সহ একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী যোগীর। প্রস্তাবিত সূচি অনুযায়ী, বিকেল প্রায় ২টো ৪০ মিনিটে রাম কথা পার্কের কাছে হেলিপ্যাডে নামবেন তিনি। দীপোৎসবের ট্যাবলো দেখবেন এবং রথ টানার অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের প্রতিরূপ নিয়ে হেলিকপ্টার থেকে অযোধ্যায় ফুলের পাপড়ি বর্ষণও করার কথা তাঁর। এর পর হবে প্রতীকী রাজ্যাভিষেক। তার পরে রাম কথা পার্কের অনুষ্ঠানে সাধুসন্ত, ধর্মীয় নেতা, বাসিন্দা ও ভক্তদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর রাম কি পৈড়িতে সরযূ আরতি ও প্রদীপ প্রজ্বলনে অংশ নেবেন তিনি। ভগবান রামের জীবন ও কাহিনি নিয়ে প্রজেকশন ম্যাপিং, সঙ্গে লেজার ও ড্রোন শো এ বছরের উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। দীপাবলির আগের দিন, অর্থাৎ রবিবার দীপাবলির একদিন আগে আয়োজিত হচ্ছে অযোধ্যা দীপোৎসবের এই দশম বর্ষপূর্তির আসর।

অর্ণব-বিধ্বস্ত ওড়িশায় দীপাবলি বাতিল মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ ঘূর্ণিঝড় আরনাব ও তার পরের বন্যায় রাজ্যের নানা অংশে ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে এ বছর দীপাবলির উদযাপন বাতিল করলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি এবং বিরোধী দলনেতা নবীন পট্টনায়ক। শনিবার দু'জনেই এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের (সিএমও) বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মাঝির বাসভবনে দীপাবলির অনুষ্ঠান বাতিল। উপহার বা ফুলের তোড়া না আনার জন্যও মানুষকে অনুরোধ করেছেন তিনি। এক্স-এ সিএমও লিখেছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানুষকে আবেদন জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনসাধারণের প্রতি সংবেদনশীল থাকুন এবং বিপর্যয়ে আক্রান্তদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ান। বিরোধী দলনেতার দপ্তর জানিয়েছে, গঞ্জাম, গজপতি ও কন্ধমালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বিজেডি সভাপতি নবীন পট্টনায়ক দীপাবলি পালন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ক্ষুপট্টনায়ক জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় থেকে ঘটা বন্যায় গঞ্জাম ও গজপতিতে নজিরবিহীন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেখানকার মানুষ অপরিসীম কষ্ট ভোগ করছেন। তা ছাড়া ধসে মাটির নিচে চাপা পড়ে



ঘূর্ণিঝড় আরনাব ও তার পরের বন্যায় রাজ্যের নানা অংশে ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে এ বছর দীপাবলির উদযাপন বাতিল করলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি এবং বিরোধী দলনেতা নবীন পট্টনায়ক।

নিখোঁজ সবাইকে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাই মানুষের এই শোকের সময়ে দীপাবলি পালন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পট্টনায়ক ।ক্ষু এর আগে অক্টোবরে ভারী বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানেও যাননি মাঝি। পুজো মণ্ডপে যাওয়া থেকে বিরত ছিলেন তিনি। ঘূর্ণিঝড় আরনাবের জেরে ভারী বৃষ্টি ও বন্যায় রাজ্যের দক্ষিণের জেলাগুলি তীব্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া, সম্পত্তি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতিও হয়েছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-11-2026 19:29 Page 2

মানুষের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ

‘শোভা মহিলা মঙ্গল সমিতি’

মানস দাস ।। নয়া জামানা ।। মালদা

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর- এই মহাবাণীটিকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে মালদার মাটিতে নিঃশব্দে এক বিশাল মানবকল্যাণের বিপ্লব ঘটে চলেছে।মানুষের সেবাকেই জীবনের একমাত্র পরম আনন্দ ও লক্ষ্য বলে মনে করেন সমাজকর্মী রাজেশ মহলদার। তাঁরই ঐকান্তিক উদ্যোগে এবং স্বপ্নদর্শী ভাবনায় ২০১৯ সালে মালদার কালিয়াচকের বালিয়াডাঙ্গায় জন্ম নেয় ‘শোভা মহিলা মঙ্গল সমিতি’। আজ সেই ছোট্ট চারাগাছটি একটি সুবিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে, যার স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় পাচ্ছে হাজার হাজার দুঃখী,বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা মানুষ।



















জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর- এই মহাবাণীটিকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে মালদার মাটিতে নিঃশব্দে এক বিশাল মানবকল্যাণের বিপ্লব ঘটে চলেছে।মানুষের সেবাকেই জীবনের একমাত্র পরম আনন্দ ও লক্ষ্য বলে মনে করেন সমাজকর্মী রাজেশ মহলদার। তাঁরই ঐকান্তিক উদ্যোগে এবং স্বপ্নদর্শী ভাবনায় ২০১৯ সালে মালদার কালিয়াচকের বালিয়াডাঙ্গায় জন্ম নেয় ‘শোভা মহিলা মঙ্গল সমিতি’।আজ সেই ছোট্ট চারাগাছটি একটি সুবিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে, যার স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় পাচ্ছে হাজার হাজার দুঃখী,বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা মানুষ।

ছোট্ট শুরু থেকে বিশাল ব্যাপ্তি

২০১৯ সালে বালিয়াডাঙ্গা গ্রাম থেকে শুরু হওয়া এই সংগঠনের পথচলা আজ আর কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।মালদা জেলা ছাড়িয়ে এই সেবামূলক কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের চারটি রাজ্যে-পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার এবং ঝাড়খণ্ড।বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলের নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলা এবং তাঁদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে এই সমিতি এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে।বর্তমানে শুধু মালদা জেলাতেই এই সংগঠনের প্রায় ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার মহিলা সদস্য রয়েছে, যা নারী শক্তির জাগরণের এক উজ্জ্বল প্রতীক।

চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্য উদ্যোগে নতুন দিগন্ত

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে আধুনিক চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে শোভা মহিলা মঙ্গল সমিতি এক বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছে। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই মুহূর্তে সংগঠনটি মালদা জেলার ২৩টি নার্সিং হোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সাথে যুক্ত হয়ে স্বাস্থ্য পরিসেবা দিয়ে চলেছেন।

সাধারণ মানুষ যাতে নামমাত্র খরচে বা বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা পেতে পারেন, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,এখানে রোগ পরীক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত টেস্টে ২০ শতাংশ ছাড় এবং ওষুধ কেনার ক্ষেত্রে সমস্ত ওষুধের ওপর ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়। এছাড়াও নিয়মিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, বিনামূল্যে হাসপাতাল ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে অসহায় রোগীদের মুখে হাসি ফোটানোর কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলো ছড়ানোর প্রয়াস

শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয় এই সত্যকে সামনে রেখে শোভা মহিলা মঙ্গল সমিতি গড়ে তুলেছে বহুমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পাঠশালা। সংস্থার উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে

- শোভা এডুকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার
- ফ্রি কোচিং সেন্টার
- ফ্রি এরাবিক পাঠ ও সংস্কৃত ক্লাস
- ফ্রি গীতা পাঠশালা
- ফ্রি পাঠাগার ও স্টুডেন্ট সেবা

সমাজের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে আসছে এই সংস্থা।

সমাজকল্যাণ ও মানবসেবার অনন্য রূপ

মানবসেবার পরিধি কেবল শিক্ষা ও চিকিৎসাতেই সীমাবদ্ধ রাখেনি এই সমিতি। সমাজের অবহেলিত ও প্রবীণ মানুষদের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। ফ্রি বৃদ্ধাশ্রমবয়সের ভারে ন্যুব্জ ও আশ্রয়হীন প্রবীণদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।প্রতিবন্ধী সেবাবিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়।ফ্রি রক্তদান সেবাজীবন বাঁচানোর তাগিদে নিয়মিত রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।এছাড়া পিছিয়ে থাকা মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার কাজ অত্যন্ত সফলভাবে চালিয়ে যাচ্ছে এই সংগঠন।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আপসহীন লড়াই

গ্রামীণ সমাজে আজও অন্যতম বড় অভিশাপ হলো বাল্যবিবাহ।এই সামাজিক ব্যাধিকে সমূলে উৎপাটন করতে শোভা মহিলা মঙ্গল সমিতি অত্যন্ত কঠোর ও সচেতনতামূলক ভূমিকা পালন করে আসছে।বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি কোনো মেয়ের জীবনে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে তা রোধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয় সংগঠনটি। এছাড়া সমাজের দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করা পর্যন্ত সব ধরনের সামাজিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান।

মানুষের সেবাই আমাদের কাজ

সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি এবং প্রতিষ্ঠাতা রাজেশ মহলদার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, মানুষের সেবাই প্রকৃত ধর্ম। তিনি বলেন, ক্ষুন্নমানুষের সেবা করাই আমাদের কাজ।ক্ষুন্ন এবং ক্ষুন্নমানুষকে সেবা করে বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পাই।ক্ষুন্ন তাঁর এই অন্তরের গভীর উপলব্ধি ও মানবপ্রেম আজ হাজার হাজার মানুষের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে।

শোভা মহিলা মঙ্গল সমিতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে,সদিচ্ছা ও ভালোবাসার হাত থাকলে যেকোনো সমাজেই ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। অন্ধকার দূর করে আশার প্রদীপ জ্বেলে চলা এই সংস্থা আজ মানবতা ও কল্যাণের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-11-2026 19:29 Page 3

দীপাবলির আগে যাত্রী নিরাপত্তায় বড় সিদ্ধান্ত রেলের

কলকাতাঃ ট্রেনে বাজি-পটকা নিয়ে যাত্রা করা যাবে না। গুনতে হবে মোটা টাকার জরিমানা। ১০ হাজার টাকার জরিমানা দিতে হবে যাত্রীকে। দীপাবলি ও ছটপুজোর প্রাক্কালে কঠোর পন্থা নিল পূর্ব রেল। বেআইনি কাজ রুখতে প্ল্যাটফর্ম, পার্সেল ইয়ার্ড ও ট্রেনের কামরায় ২৪ ঘণ্টা নজরদারি অভিযান চালানো হচ্ছে।



রেলের ১৯৮৯- সালের ১৬৫ নম্বর ধারার ২০২৬ সালের সংশোধিত আইন অনুযায়ী, ট্রেন বা রেলওয়ে চত্বরে বিস্ফোরক, অবৈধ ও বিপজ্জনক সামগ্রী নিয়ে প্রবেশ করলে ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা জরিমানার কথা বলা হয়েছে। কোনও ক্ষতি হলে ওই যাত্রীর থেকে ক্ষয়ক্ষতির সম্পূর্ণ অর্থ আদায়, কারাদণ্ড বা জরিমানা-সহ অন্যান্য আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। পূর্ব রেল সাফ জানিয়েছে, যাত্রীদের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না। বিধি লঙ্ঘন করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে ও আরপিএফের আইজি-কাম-প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার এএন সিনহার নেতৃত্বে অভিযান চালানো হচ্ছে। রেল জানিয়েছে, নভেম্বর মাসে দীপাবলির আগে হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনে মোট ৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন ৮ জন। প্রায় ৪৯,২৬৫ টাকা মূল্যের অবৈধ বাজি-পটকা বাজেয়াপ্ত করেছেন আধিকারীকরা। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, তরেলওয়ে আইন ১৯৮৯ অনুযায়ী, ট্রেনে বাজি-পটকা বহন করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতে হাজার হাজার মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে। পূর্ব রেল যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে লাগেজে যেন কোনও দাহ্য পদার্থ রাখবেন না। পাশাপাশি কোনও সন্দেহজনক ব্যাগ বা সামগ্রী নজরে এলে অবিলম্বে আরপিএফকে জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

ফুলবাগানে পাটের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

১০টি দমকল ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে

কলকাতা। কলকাতার বুকে আবারও এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফুলবাগান থানা এলাকার একটি পুরনো ও সুপরিচিত পাটকলে আগুন লাগলে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটেছে 'কলকাতা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড'-এর কারখানায়। গভীর রাতে হঠাৎই কারখানার একটি অংশ থেকে আগুনের শিখা ও ঘন ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, রাত আড়াইটার দিকে;যখন নাইট শিফটের কাজ চলছিল;তখনই ফুলবাগান থানা এলাকার ওই পাটকলে আগুন লাগে। কারখানায় প্রচুর পরিমাণে পাট, বস্তা এবং অন্যান্য অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ থাকায় মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং পুরো ভবনটিকে গ্রাস করে ফেলে। ঘন কালো ধোঁয়া আর আগুনের লেলিহান শিখা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আশপাশের আবাসনের



বাসিন্দারা; তাঁরা ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কারখানার কর্মীরা দ্রুত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের সাহায্যে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন এবং কারখানার ভেতরে থাকা সবাইকে নিরাপদে বাইরে বের করে আনেন। ঘটনাস্থলে ১০টি দমকল ইঞ্জিন পাঠানো হয়। খবর পেয়েই দমকল বাহিনী দ্রুত সেখানে পৌঁছায়, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মোট ১০টি দমকল ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেয়। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং সরু প্রবেশপথের কারণে আগুনের উৎসে পৌঁছাতে দমকলকর্মীদের বেশ বেগ পেতে হয়। দমকল বাহিনী দীর্ঘ পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। এছাড়া, বন্ধ দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং টিনের চালের কিছু অংশ ভেঙে ফেলা হয় যাতে ধোঁয়া বেরিয়ে যেতে পারে। দমকলকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

নিউ টাউনে ট্রাফিক পুলিশের উপর হামলার অভিযোগ

ধৃত তিন বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক

মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়া বাইক চালিয়ে দুর্ঘটনা। তার পর পরিস্থিতি সামাল দিতে আসা ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গেই হাতাহাতিতে জড়ানোর অভিযোগ। নিউ টাউনের নওয়াপাড়া এলাকায় বুধবার গভীর রাতের এই ঘটনায় গ্রেফতার হলেন তিন যুবক। ধৃতদের প্রত্যেকেই শহরের একটি নামী বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সরকারি কর্মচারীদের কাজে বাধা দেওয়া, মারধর এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে একটি শক্তিশালী সিসি বাইকে তিন জন নওয়াপাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন।



অভিযোগ, নির্দিষ্ট লেন ছেড়ে উল্টো দিকের রাস্তা দিয়ে দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় সাউথ সিটি পার্কের দিক থেকে আসা একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে বাইকটির সংঘর্ষ হয়। ধাক্কার অভিঘাতে তিন আরোহীই রাস্তায় পড়ে যান। বাইকটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনার পর চারচাকা গাড়ির চালকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বাইকের তিন আরোহী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নিউ টাউন ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা এগিয়ে আসেন। তাঁদের অভিযোগ, তিন যুবকই তখন মদ্যপ ছিলেন। বাইকের কাগজপত্র পরীক্ষা এবং তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেই পুলিশকর্মীদের সঙ্গে তর্ক শুরু হয়। অভিযোগ, এক যুবক এক ট্রাফিক কর্মীর জামার কলার ধরে টানেন। সহকর্মীরা বাধা দিতে গেলে তাঁদের উপরেও চড়াও হন বাকিরা। এক কনস্টেবলকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এমনকি এক পুলিশকর্মীর পোশাক ছিঁড়ে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইকো পার্ক থানায় খবর পাঠানো হয়। পরে থানার পুলিশ ও কুইক রেসপন্স টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিন জনকে আটক করে। থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তিন জনের শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। রক্তে অ্যালকোহলের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যও পরীক্ষা করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। ধৃতদের পেশাগত পরিচয় সামনে আসার পর ঘটনাটি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। যাঁদের পেশার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়টি জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধেই আইন অমান্য এবং কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। তবে ঠিক কতটা মদ্যপ অবস্থায় তাঁরা বাইক চালাচ্ছিলেন এবং সংঘর্ষের পর পুলিশের সঙ্গে কী ঘটেছিল, তা মেডিক্যাল রিপোর্ট ও তদন্তের মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হবে।

গ্রেফতারির সময় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

পুলিশের খাতায় গ্রেফতারির সময় কখন লেখা হল, তার উপর নির্ভর করবে না অভিযুক্তের স্বাধীনতা। কোনও ব্যক্তিকে প্রথম আটক করার মুহূর্ত থেকেই শুরু হবে ২৪ ঘণ্টার হিসাব। এই সময়ের মধ্যে তাঁকে বিচারকের সামনে হাজির করতে না পারলে মুক্তি দিতে হবে। নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষায় বৃহস্পতিবার এমনই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি উজ্জ্বল ভুইঞা এবং বিচারপতি অতুল এস চন্দুরকরের ডিভিশন বেঞ্চের এই রায় পুলিশের গ্রেফতার ও হেফাজতে রাখার পদ্ধতিতে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। সংবিধানের ২২(২) অনুচ্ছেদ এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৫৬ নম্বর ধারার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, আনুষ্ঠানিক গ্রেফতার দেখানোর আগে কাউকে দীর্ঘ সময় আটকে রাখার সুযোগ নেই। তদন্তের প্রয়োজনে কাউকে আটক করা হলেও সেই সময়কে ২৪ ঘণ্টার নির্ধারিত সীমার বাইরে রাখা যাবে না। অর্থাৎ, গ্রেফতারির কাগজপত্র তৈরি করতে দেরি করে পুলিশের হেফাজতের সময় বাড়ানোর পথ বন্ধ করল আদালত। এই নির্দেশের সূত্র ত্রিপুরার একটি মাদক পাচার মামলায়। ২০২৫ সালের ২৯



সেপ্টেম্বর দুপুর ২টো নাগাদ নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধারের অভিযানে চার জনকে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের আনুষ্ঠানিক গ্রেফতারির নথি তৈরি হয় পরদিন সকাল ১১টা নাগাদ। আদালতে তোলার সময়ও ২৪ ঘণ্টার সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল। মামলার নথি পরীক্ষা করে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, আটক ব্যক্তিদের স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার সময় থেকেই সময় গণনা করতে হবে। কাগজে গ্রেফতারির সময় পিছিয়ে দিয়ে এই সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এড়ানো যায় না। চার জনকেই অবিলম্বে মুক্তির নির্দেশ দেয় বেঞ্চ। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, ক্ষুণ্ণআটক ও গ্রেফতারির মধ্যে কৃত্রিম বিভাজন তৈরি করা সংবিধানসম্মত নয়। তদন্তের প্রয়োজনে কাউকে আটকে রেখে পরে গ্রেফতার দেখানোর মাধ্যমে তাঁর মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা যায় না। এই রায়ে ওড়িশা, মাদ্রাজ এবং কেরল হাই কোর্টের কয়েকটি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। ওই রায়গুলিতে আনুষ্ঠানিক গ্রেফতারির আগের আটকপর্বকে ২৪ ঘণ্টার হিসাবের বাইরে রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। অন্য দিকে, কেরল হাই কোর্টের 'বিশ্বজিৎ মণ্ডল' মামলার ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছে সুপ্রিম কোর্ট। নিম্ন আদালতগুলিকেও বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছে শীর্ষ আদালত। কোনও অভিযুক্তকে হাজির করা হলে বিচারককে তাঁর আটকের প্রকৃত দিন ও সময় নথিভুক্ত করতে হবে। ২৪ ঘণ্টার সীমা মানা হয়েছে কি না, তা যাচাই না করে পুলিশি হেফাজতের অনুমতি দেওয়া যাবে না। যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ছাড়া অন্য কোনও সময় এই হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। এমনকি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হাজির করা হলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী আটকপর্ব অযৌক্তিক দীর্ঘ হয়েছে কি না, বিচারককে তা বিবেচনা করতে হবে। এই রায়ের তাৎপর্য শুধু গ্রেফতারির নিয়মে পরিবর্তন নয়। পুলিশের হাতে কোনও নাগরিকের স্বাধীনতা যাওয়ার মুহূর্ত থেকেই বিচার বিভাগের নজরদারির অধিকার কার্যকর হবে। তদন্তের অজুহাতে কাউকে বিচারিক তদারকির বাইরে রাখার সুযোগ আর থাকছে না।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-11-2026 19:29 Page 4

সম্পাদকীয়

৭ নভেম্বর ২০২৬ ।। শনিবার

যুদ্ধের খেসারত

মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান শিবিরের প্রত্যাশিত ফল না মেলায় এবার দায় ঠেললেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর সেই দায়ের কেন্দ্রে উঠে এল ইরান যুদ্ধ। নির্বাচনে দলের খারাপ ফলাফলের পিছনে যুদ্ধের প্রভাব ছিল বলে কার্যত স্বীকার করে নিলেন তিনি।তবে নিজের সামরিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই তাঁর। বরং তাঁর দাবি,সময় যত এগোবে,ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের গুরুত্ব তত বেশি করে বুঝতে পারবেন আমেরিকার মানুষ।অর্থাৎ ভোটের বাক্সে যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও নিজের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করতে মরিয়া ট্রাম্প।

ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প স্বীকার করেছেন, নির্বাচনে রিপাবলিকানদের প্রত্যাশিত সাফল্য না পাওয়ার পিছনে ইরান যুদ্ধের একটা ভূমিকা ছিল।তাঁর কথায়,আমি মনে করি, এর একটি অংশ ছিল ইরান।একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে তাঁর পদক্ষেপের গুরুত্বও মানুষ বুঝতে পেরেছে।

বিশ্বের অন্যতম সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক দেশকে কোনওভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র রাখতে দেওয়া যায় না বলেও সওয়াল করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু প্রশ্ন হল, জাতীয় নিরাপত্তার যুক্তি দেখিয়ে কোনও সামরিক অভিযান চালানো হলে তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খেসারত কি এড়ানো সম্ভব?আসলে যুদ্ধের ময়দানে শক্তি প্রদর্শন আর গণতন্ত্রের ময়দানে জনসমর্থন আদায়, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। দেশের নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক প্রভাব এবং সামরিক আধিপত্য নিয়ে প্রেসিডেন্ট যতই কঠোর অবস্থান নিন না কেন, সাধারণ নাগরিকের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন নিজের সংসার চালানো। জ্বালানির দাম বাড়ছে কি না, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের খরচ কতটা বাড়ল, কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি কী এই হিসাবেই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা বিচার করেন ভোটাররা।ইরান যুদ্ধের জেরে তেলের বাজারে অস্থিরতা তৈরি হওয়া এবং তার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে আমেরিকার সাধারণ মানুষের উদ্বেগ তাই অস্বাভাবিক নয়।নির্বাচনের আগে ইরান যুদ্ধ যে বড় রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠেছিল, তা স্পষ্ট।

ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানে সরাসরি যোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন বহু মার্কিন নাগরিক।এমনকী ট্রাম্পের নিজস্ব সমর্থক শিবিরেও এই যুদ্ধ নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ বিরোধীদের সমালোচনা তো ছিলই,পাশাপাশি নিজের রাজনৈতিক ঘাঁটির মধ্যেও যুদ্ধের প্রশ্নে ঐকমত্য ধরে রাখতে পারেননি ট্রাম্প। এখানেই তাঁর রাজনৈতিক কৌশলের বড় ধাক্কা।যে জাতীয়তাবাদী আবেগ এবং শক্তিশালী আমেরিকার স্লোগানকে হাতিয়ার করে তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন সেই একই নীতির প্রয়োগ এবার ভোটের অঙ্কে উল্টো ফল দিয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে নিজের বিস্ময়ের কথাও গোপন করেননি ট্রাম্প। তাঁর বক্তব্য, তিনি ভেবেছিলেন রিপাবলিকানরা আরও ভালো ফল করবে। নির্বাচনের আগে দলের প্রার্থীদের সমর্থনে প্রায় ৩০টি জনসভা করেছিলেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর ধারণা ছিল, জনসভায় বিপুল মানুষের উপস্থিতি ভোটের বাক্সেও প্রতিফলিত হবে। কিন্তু রাজনীতির বাস্তবতা যে মঞ্চের হাততালির সঙ্গে সবসময় মেলে না, নির্বাচনের ফলাফল ফের তা মনে করিয়ে দিল। জনসভায় সমর্থকদের উচ্ছ্বাস আর ব্যালট বাক্সে সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্তের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক থাকতে পারে, ট্রাম্পের অভিজ্ঞতায় তা আরও একবার স্পষ্ট হল।

বিভূতিভূষণের উঠোন গৌরীকুঞ্জে একদিন

সুমিত্রা সাউ গিরি
কাঁথি,পূর্ব মেদিনীপুর



রুটিনমাফিক শহুরে ব্যস্ত জীবন যখন আমাদের অনুভূতিদের ভোঁতা করে দেয়, হাঁসফাস করা জীবনে মন চায় প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে ,দুদণ্ড শ্বাস নিতে প্রকৃতির কোলেই।শহুরে কোলাহল আর চেনা ব্যস্ততাকে পেছনে ফেলে খারাপ আবহাওয়ার মধ্যেও সেদিন সকালে রওনা দিয়েছিলাম কাকভোরে কাঁথি থেকে। তখনও গন্তব্য তেমনভাবে ভাবা নেই।খড়গপুর হয়ে টাটারোড ধরেই পৌঁছে গেলাম গৌরিকুঞ্জ।নামের মধ্যেই কেমন যেন একটা শান্ত, স্নিগ্ধ আর বনেদিভাব লেগে আছে।শুধু একটি বাড়ি বা বাগান নয়,এ যেন এক টুকরো জীবন্ত ইতিহাস, বাংলা সাহিত্যের এক তীর্থস্থান যা কালের চাকা পেরিয়ে আজও তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।পথের ধুলোয় যে ইতিহাস লুকিয়ে থাকে, তাকে স্পর্শ করার আনন্দই আলাদা।'আরণ্যক' কিংবা 'পথের পাঁচালী'র পাতাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে যে মানুষটার কথা ভাবতাম, আজ হুট করেই দাঁড়িয়ে পড়লাম সপরিবারে তাঁরই বসবাড়ির উঠোনে। ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলার এক শান্ত কোণে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে লাল টালির এই বাড়িটাই কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় 'গৌরীকুঞ্জ'।

ভালোবাসা করুণা নয়
ভালোবাসা সহানুভূতি নয়
এমনকি বন্ধুত্বও নয়
ভালোবাসা শুধুই ভালোবাসা । বিয়ের মাত্র একবছরের মাথায় মারা যাওয়া প্রথম স্ত্রী গৌরী দেবীর স্মৃতিতে বিভূতিভূষণ ভালোবেসে নিজের এই নীড়ের নামকরণ করেছিলেন।ঘাটশিলা থেকে সামান্য দূরে ডাহিগোরার লাল মাটির রাস্তা 'অপুর পথ ' ধরে এসে লোহার গেটটির সামনে দাঁড়াতেই এক অদ্ভুত নস্টালজিয়া গ্রাস করলো। ভেতরে ঢুকে নিস্তব্ধ বারান্দায় দাঁড়ালে বুকের ভেতর কোথাও একটা উদাস করা সুর বেজে ওঠে। মনে হয়, এই বুঝি ঘরের কোণ থেকে ফ্রক পরা ছোট্ট দুর্গা কিংবা কাশের বনে ট্রেন দেখতে যাওয়া অপু ছুটে আসবে! বাড়িটি একটি স্মারক সংগ্রহশালা ও পাঠাগার। প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হয়েছে লেখকের একটি আবক্ষ মূর্তি, যার সামনে শ্রদ্ধাভরে থমকে দাঁড়াতে হয়।গৌরিকুঞ্জের ফটক পেরিয়ে ভেতরে পা রাখতেই চারপাশের পরিবেশ এক অদ্ভুত শান্ততায় মুড়িয়ে নিল আমাদের। ঘরের মধ্যে স্মৃতিচিহ্ন, পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র,খবরের কাগজের কাটিং উঠোন জুড়ে নানান চিত্রে যাপনমালা ও পারিবারিক উষ্ণতা,তারা দাস মঞ্চ অপুর পাঠশালা, ভাইয়ের লাগানো আমগাছ মন ছুঁয়ে গেল। রোজ সকাল এটা থেকে নয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে।স্মৃতিরা কখনো মরে না, তারা কেবল পুরনো ঘরের কোণে, ঝরা পাতার শব্দে আর বাতাসের ফিসফিসানিতে বেঁচে থাকে। চারপাশে তাকালে মনে হয়, এই বুঝি বারান্দা দিয়ে কেউ হেঁটে গেলেন, কিংবা ওই জানলার পাশে বসে কেউ কালজয়ী কোনো উপন্যাসের পাতা ওল্টাচ্ছেন। সময় যেন এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে ভাবছিলাম সুবর্ণরেখা নদীর তীরে, ফুলডুংরি টিলার উপরে বসে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতেই অসামান্য সব সৃষ্টি করেছেন। স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, প্রচারের অভাবে অনেক বাঙালি পর্যটক ঘাটশিলায় এলেও এই ঐতিহাসিক স্থলের কথা জানতে পারেন না,গৌরী কুঞ্জ উন্নয়ন সমিতি'র এক



কর্মকর্তা জানান। কিছু সাহায্য প্রদান করতেও বলেন। রেজিস্টারে সই করে করতে করতে আলাদা এক অনুভূতি ঘিরে ধরেছিল।প্রকৃতি যেখানে ইতিহাসের হাত ধরে, সেখানে নীরবতাও কথা বলে ওঠে। পুরনো দালানের প্রতিটি কোণ, ঐ আমগাছ, অপুর পাঠশালা চত্বর,কাঠের জানলা, পটচিত্র দিয়ে আঁকা জীবনকাহিনী আর স্মৃতিচিহ্ন যেন এক-একটি গল্পের খসড়া। মনের ভেতর এক অদ্ভুত ভালোলাগা আর নস্টালজিয়া ভিড় করে আসছিল। এই গৌরীকুঞ্জের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে বৈকি এই প্রযুক্তির যুগেও। সত্যজিৎ রায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী কে অস্কার এনে দিয়েছিলেন কিন্তু অপু দুর্গার জন্ম এই ঘাটশিলার জঙ্গলে, ফুলডুংরি টিলা আর সুবর্ণরেখার পাড়ে।গৌরিকুঞ্জ সেই সৃষ্টির উঠোন। এই বাড়ি না দেখলে অপু দুর্গা কে,প্রকৃতির মধ্যে বড় হওয়া কি ,অভাবের মধ্যেও কিভাবে স্বপ্ন দেখা যায়-এসব শুধু বই পড়ে বোঝা যায় না।এই প্রজন্মকেও এই বাড়ি,এই স্থান দেখার আগ্রহী করার দায়িত্ব আমাদেরই। প্রকৃতির মধ্যে একটা বিরাট শান্তি আছে এই প্রজন্মের কাছে তা অনুপ্রেরণা হোক। ইচ্ছে করছিলো কিছুক্ষণ থেকে যাই, কিন্তু ফেরার তাড়া তো রয়েইছে। পেছনে ফেলে আসলাম এক টুকরো সোনালী অতীত, আর সাথে নিয়ে চললাম এক বুক শান্তি। তিনি যাতায়াত করতেন যে পথে সেই পথ ধরে এগোতে এগোতে ভাবছিলাম তার কালজয়ী সৃষ্টির কথা।ভ্রমণ শেষ হয়েও শেষ হয় না, তা বেঁচে থাকে আমাদের মনের মণিকোঠায়, আর ডায়েরির অক্ষরে।

জাতীয় ক্যান্সার সচেতনতা দিবস



আধুনিক যুগে মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন, খাদ্যাভ্যাসের অনিয়ম এবং পরিবেশ দূষণের কারণে যে সমস্ত মারণব্যাধি মানবজাতিকে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত করে তুলেছে তার মধ্যে ক্যান্সার অন্যতম। এই রোগটির নাম শুনলেই একসময় মানুষের মনে মৃত্যুর ছায়া নেমে আসত, যার প্রধান কারণ ছিল সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় না হওয়া এবং সচেতনতার অভাব। ক্যান্সার সম্পর্কে সমাজে বিরাজমান ভুল ধারণা দূর করতে, দ্রুত রোগ নির্ণয়ের গুরুত্ব বোঝাতে এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে ভারতে প্রতি বছর ৭ নভেম্বর 'জাতীয় ক্যান্সার সচেতনতা দিবস' পালিত হয়। বিশেষ করে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী মেরি কুরির জন্মবার্ষিকীর সাথে মিলিয়ে এই দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছে, যিনি ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত রেডিয়েশন থাপারির ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

ক্যান্সার এমন একটি রোগ যেখানে শরীরের কোষগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভাজিত হতে শুরু করে এবং আশেপাশের টিস্যুতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই রোগের লক্ষণগুলো সহজে ধরা না পড়ায় অনেকেই যখন চিকিৎসকের কাছে যান, ততক্ষণে রোগটি জটিল আকার ধারণ করে। অথচ চিকিৎসকদের মতে, প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সার শনাক্ত করা গেলে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে বহু রোগীর জীবন বাঁচানো সম্ভব। সচেতনতার অভাব এবং সামাজিক কুসংস্কারের কারণে অনেক রোগী শেষ মুহূর্তে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন যা পরিস্থিতিকে আরও অবনতির দিকে ঠেলে দেয়। ৭ নভেম্বর জাতীয় ক্যান্সার সচেতনতা দিবস পালনের মূল লক্ষ্য হলো সাধারণ মানুষকে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা স্ক্রিনিং করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা এবং লক্ষণ দেখা মাত্রই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার তাগিদ দেওয়া।

প্রতিরোধই যে প্রতিকারের চেয়ে শ্রেয়, এই সত্যটি ক্যান্সার রোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। তামাক ও মাদক সেবন বর্জন, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম, সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে বহু ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। এছাড়াও স্তন ক্যান্সার বা জরায়ুমুখের ক্যান্সারের মতো রোগগুলোর ক্ষেত্রে নারীদের মধ্যে আগাম পরীক্ষার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। সরকারি ও বেসরকারি স্তরে বিভিন্ন সচেতনতামূলক ক্যাম্প, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবির এবং জনসচেতনতামূলক প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত করা হয়। ৭ নভেম্বর আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে জয়ী হতে হলে ভয় নয়, চাই সচেতনতা ও সঠিক পদক্ষেপ।আসুন, এই বিশেষ দিনে আমরা প্রত্যেকে ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতন হই, নিজের ও পরিবারের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করি এবং আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের সাহস জোগাই।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-11-2026 19:29 Page 5

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৩৯ দিনব্যাপী ‘ক্ষেত বাঁচাও অভিযান’

নয়া জামানা, পতিরাম ঃ রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার রোধ করে প্রাকৃতিক উপায়ে চাষবাসে জোর দিতে শুরু হয়েছে ৩৯ দিনব্যাপী বিশেষ ‘ক্ষেত বাঁচাও অভিযান’। গত ২২ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র এবং জেলা কৃষি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বালুরঘাট, হিলি, কুমারগঞ্জ ও তপনসহ জেলার আটটি ব্লকেই এই সচেতনতামূলক অভিযান জোরদার করা হয়েছে।কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান ও বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ডঃ শিবানন্দ সিংহের মতে, জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও বিষ প্রয়োগ করলে একদিকে যেমন চাষের খরচ বৃদ্ধি পায়, তেমনই মাটির উর্বরতা ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। ফলস্বরূপ আশানুরূপ ফলনও পাওয়া যায় না। এই সমস্যার



সমাধানে কৃষকদের গোবর সার, গোমূত্র, নিমপাতা এবং জীবামৃত মিশ্রণ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পাশাপাশি, উন্নত মানের বীজ নির্বাচন এবং বৈচিত্র্যময় ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কীভাবে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায়, সে বিষয়েও সচেতন করা হচ্ছে।উপ-কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) শ্যামল কান্তি শীট জানান, মাটির উপকারী ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও পোকাদের বাঁচিয়ে জৈব কৃষিকে উৎসাহিত করাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, প্রশাসনের এই উদ্যোগের ফলে দক্ষিণ দিনাজপুরের কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি জেলার সামগ্রিক কৃষি পরিবেশ আরও সবুজ ও সুরক্ষিত হয়ে উঠবে।

গাঙ্গেয় শুশুক রক্ষায় উদ্যোগী রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গে ডলফিনের সংখ্যা বেড়ে ৮১৫

নয়া জামানা, হাওড়া ঃ ভারতের জাতীয় জলজ প্রাণী গাঙ্গেয় শুশুকের অবলুপ্তি রোধ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারও নানা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নদী দূষণ, চোরাশিকার, নদীর নাব্যতা হ্রাস এবং মৎস্যজীবীদের ‘কারেন্ট জালে’ আটকে বহু শুশুকের মৃত্যু হওয়ায় এদের সংখ্যা দ্রুত কমছিল। এই বিপন্নতা দূর করতে হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় গঙ্গার তীরে ‘জাতীয় ডলফিন দিবস’ পালিত হয়, যেখানে জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগের আধিকারিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সচেতনতামূলক বার্তা দেয়। আমতা ও উলুবেড়িয়ার কচিকাঁচারা নৃত্য ও নাটকের মাধ্যমে শুশুক সংরক্ষণের প্রচার চালায়। ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ



ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক গণনা অনুযায়ী, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৮১৫টি গাঙ্গেয় শুশুক রয়েছে। হাওড়ার বাগনানের বাকসি খালের কাছে রূপনারায়ণ নদে এদের আনাগোনা সবচেয়ে বেশি। গবেষকদের মতে, এরা প্রধানত ভোরবেলা ও সন্ধ্যায় বেশি সক্রিয় থাকে। হুগলি নদীর জল দূষণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসায় কলকাতা ও ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলেও এখন প্রায়শই শুশুকের দেখা মেলে। দৃষ্টিহীন এই প্রাণীটি শিকার ধরতে এবং পথ চলতে ইকোলোকেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে। নদী বাস্তুতন্ত্রের সুস্থতার প্রধান সূচক এই গাঙ্গেয় শুশুকগুলিকে বাঁচাতে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে বন বিভাগ।

৫০ তম বর্ষে ময়নাগুড়ির জাগরণী কালীপূজা



নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ির ঐতিহ্যবাহী জাগরণী ক্লাবের কালীপূজা এবার ৫০ বছরে পদার্পণ করছে। অর্ধশত্রু পূর্তি উপলক্ষে শহরের অন্যতম বিগ বাজেটের এই পুজোয় থাকছে এক অভিনব চমক। এবছর তাদের মূল প্যান্ডেলের থিম হিসেবে তৈরি হচ্ছে প্রায় ৫০ ফুট উচ্চতার ‘ভবতারিণী মন্দির’। এই বিশাল ও দৃষ্টিনন্দন প্যান্ডেলটি তৈরির দায়িত্ব পেয়েছেন মেদিনীপুরের নামী ডেকোরেটর তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত গৌরাঙ্গ কুইয়া। পাহাড়ি ঢালের আদলে বেনারসের একটি মন্দিরের নকশা এবং কিছু কাল্পনিক ভাবনার মিশেলে তৈরি এই মন্দিরে ফোম, ফাইবার ও সামপেক ব্যবহার করা হয়েছে। মন্দিরের গায়ে নিখুঁত কারুকার্যের পাশাপাশি বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মেদিনীপুর থেকে আসা প্রায় ৪০ জন দক্ষ কারিগর গত ১৫ দিন ধরে দিনরাত এক করে এই প্যান্ডেল নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এর আগে এই প্যান্ডেলটি সম্পূর্ণ তৈরি করতে প্রায় ৬০ জন কর্মী এবং ছয় মাস সময় লেগেছিল বলে জানিয়েছেন ম্যানেজার নন্দদুলাল মাইতি।প্যান্ডেল সজ্জার পাশাপাশি দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে চন্দননগরের বিখ্যাত চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা। ক্লাবের সম্পাদক অলিভ সাহা (বাচ্চু) জানান, এটি উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম ও আকর্ষণীয় কালীপূজা হতে চলেছে এবং প্যান্ডেলটি দেখতে রাজ্যজুড়ে মানুষের ঢল নামবে বলে তারা আশাবাদী। এই আয়োজনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসেবে থাকছে বেনারস থেকে আমন্ত্রিত বিশেষ অঘোরী নৃত্য। প্রায় ১৫ জন সদস্যের এই নৃত্য দলটি পূজার কদিন দর্শকদের মনে এক আলাদা শিহরণ জাগাবে এবং সবার মন জয় করবে বলে আয়োজকদের বিশ্বাস।

কাঁধে চড়ে মন্দিরে মা ঢেমঢেমিয়া, মাটিগাড়ায় দীপাবলিতে ভক্তি ও অলৌকিকতার মেলবন্ধন

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ কার্তিক মাসের দীপাবলি অমাবস্যায় প্রতিবছরের মতো এবারও মাটিগাড়া বাজার সংলগ্ন ভাঙাপুল এলাকায় সূচনা হল মা ঢেমঢেমিয়া কালীর পুজো। শিলিগুড়ির বুক ঘেঁষে গড়ে ওঠা প্রায় ২০০ বছরেরও বেশি পুরনো এই পুজোকে ঘিরে স্থানীয় ভক্তদের মধ্যে কাজ করছে গভীর আবেগ ও উন্মাদনা। এই পুজোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো দেবীর আগমনপ্রথা। আজ পর্যন্ত কোনো গাড়িতে করে দেবীর প্রতিমা মন্দিরে আনা সম্ভব হয়নি, বিশ্বাস করা হয়, প্রতিবারই কোনো না কোনো অলৌকিক বাধা তৈরি হয়। তাই প্রতিবছর

মধ্যরাত্রে শিলিগুড়ির কুমোরটুলি থেকে শত শত ভক্ত সুউচ্চ দেবীমূর্তিকে নিজেদের কাঁধে বহর করে মন্দিরে নিয়ে আসেন। মা কোন পথে আসবেন, তা-ও তিনি নিজে নির্ধারণ করেন বলে জনশ্রুতি



রয়েছে।ইতিহাস অনুযায়ী, ১২০০ বঙ্গাব্দে অধুনা বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলায় এই পুজোর সূচনা হলেও প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন তা অজানা। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও অভাব-অনটনের কারণে কুলদেবীর উত্তরসূরিরা ভারতে চলে আসেন। দীর্ঘদিন পর বর্তমান পূজারী সরল দাস দেবী চণ্ডিকার স্বপ্নাদেশ পান এবং ২০০৪ সালে মাটিগাড়া রেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় নির্মিত হয় বর্তমান মন্দিরটি।

দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার ঘট চুরি রুখে দেওয়া থেকে শুরু করে কুমোরটুলি থেকে ফেরার পথে ‘ডান কালী’-সহ নয় বোনের সাথে সাক্ষাৎ এমন নানা অলৌকিক লোকগাঁথা ঘিরে রয়েছে এই ঐতিহ্যবাহী পুজোকে।

অবৈধ পোস্ত চাষ রুখতে পুলিশের বিশেষ পরিদর্শন

নয়া জামানা, বাঁকুড়াঃ অবৈধ পোস্ত চাষ সম্পূর্ণ নির্মূল করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। মেজিয়া থানার অন্তর্গত মানা চর এলাকায় বেআইনি পোস্ত চাষ প্রতিরোধে বাঁকুড়া রেঞ্জের ডিআইজি শ্রী অভিষেক মোদী (আইপিএস) সরজমিনে এলাকা পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনকালে জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি আবগারি দপ্তরের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। এলাকায় অবৈধ পোস্ত চাষ রুখতে ডিআইজি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ দেন। একই সঙ্গে পোস্ত চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের যৌথ সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বেআইনি এই চাষের বিরুদ্ধে কড়া নজরদারি ও ধারাবাহিক প্রতিরোধমূলক অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-11-2026 19:29 Page 6

দশগেরিয়ার বিজয়া সম্মিলনীতে মিলনমেলা, দুঃস্থদের শীতবস্ত্র ও চারা গাছ বিতরণ পুজো কমিটির

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ দশগেরিয়া দুর্গাপূজা কমিটির উদ্যোগে ও রঞ্জন সাহার পাঠানো খ বরে জানা গেল, সম্প্রতি এক বর্ণাঢ্য বিজয়া সম্মিলনী ও মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। দুর্গাপুজোর আনন্দকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এবং পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি সমাজের প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন রাখল এই পুজো কমিটি।শনিবার অনুষ্ঠিত এই মিলনমেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস, এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল এলাকার দুস্থ ও অসহায় মানুষের হাতে শীতবস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র তুলে দেওয়া। বর্তমান সময়ে পরিবেশ রক্ষার গুরুদায়িত্ব মাথায় রেখে শুধুমাত্র বস্ত্র বিতরণেই থেমে থাকেনি কমিটি,



বরং সাধারণ মানুষের হাতে চারা গাছও তুলে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে ‘একটি গাছ, একটি প্রাণ’ ও বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধের বার্তা জোরালোভাবে প্রচার করা হয়। ছোট ছোট কচিকাঁচাদের অংশগ্রহণে গান, নাচ ও নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠানটিকে আরও বেশি প্রাণবন্ত করে তোলে। সবশেষে উপস্থিত সকল অতিথিদের মিষ্টিমুখ করানোর মাধ্যমে আনন্দঘন এই মিলনমেলার সমাপ্তি ঘটে।দশগেরিয়া দুর্গাপূজা কমিটির সদস্য শ্যামাপ্রসাদ রায় সংবাদমাধ্যমকে জানান, শুধুমাত্র ঘটা করে পুজোর আয়োজন করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য নয়, বরং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করাও তাঁদের অন্যতম ব্রত। অতীতেও নানা সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এই কমিটি। ভবিষ্যতে বাল্যবিবাহ রোধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ কর্মসূচির ব্যাপক প্রচার এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির এই মহৎ উদ্যোগগুলি তারা নিরলসভাবে চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। পুজো কমিটির এই ধরনের মানবিক ও সামাজিক উদ্যোগ স্থানীয় এলাকাবাসী এবং বিশিষ্ট মহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে।

রান্নাঘরের আগুনে পুড়ে ছাই চার ঘর, ইসলামপুরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমগুড়ি গ্রামে রান্নাঘরের আগুনে ভস্মীভূত হলো চারটি ঘর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রান্নার কাজ শেষে গৃহবধূ বাইরে আসার কিছুক্ষণ পরই রান্নাঘর থেকে আগুনের শিখা বের হতে দেখেন প্রতিবেশীরা। মুহূর্তের মধ্যে আগুন আশেপাশের ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীদের দ্রুত



তৎপরতায় আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন ও রামগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে রান্নাঘর এবং খড় রাখার ঘর সহ আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, আগুনে প্রায় ৬০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।

মালদায় মুখ্যমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পের সূচনা

কৃষকদের আর্থিকভাবে আরও স্বনির্ভর ও শক্তিশালী করে তুলতে রাজ্যে চালু হল মুখ্যমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্প।

বৃহস্পতিবার, ৫ নভেম্বর, হুগলি জেলার পুরশুড়ায় আয়োজিত রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা প্রদানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি মালদা জেলাতেও এই প্রকল্পের সূচনা উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা।মালদা জেলা প্রশাসনের আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক রাজেনবীর সিং কাপুর, অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলাপরিষদ) ভাস্কর মজুমদার, উত্তর মালদার সাংসদ খ গেন মুর্মু, বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপালি বালা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং কৃষকদের জন্য বরাদ্দ আর্থিক সহায়তার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এদিন সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, দীর্ঘদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পিএম-কিষান সম্মান নিধি প্রকল্প চালু করেছিল।

তবে রাজ্যে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া নিয়ে এতদিন নানা জটিলতা ছিল। নতুন সরকার গঠনের পর কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় রাজ্যের কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এমবিশন ইউনিটের কালীপুজোয় এবার হাড়হিম করা ভূতের রাজ্য, ভিড় জমানোর আশায় উদ্যোক্তারা

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ কালীপুজোয় দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ চমক নিয়ে হাজির ময়নাগুড়ি আনন্দনগরের এমবিশন ইউনিট। ময়নাগুড়ি পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের এই পুজো কমিটির ২৫তম বর্ষে মূল আকর্ষণ ‘ভূতের থিম’। পুজো মণ্ডপজুড়ে তৈরি করা হচ্ছে এক চরম গা ছমছমে আবহ। মণ্ডপে থাকছে জীবন্ত মানুষের ভূতের সাজ এবং জীবন্ত মা কালীর রূপদান। দর্শনার্থীদের অভিজ্ঞতা আরও রোমাঞ্চকর করতে মণ্ডপের কৃত্রিম জলাশয়ে ভাসবে ছোট ছোট ভূতের নৌকা।



এছাড়া ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে মহাশ্মশানের দৃশ্য, চিতার জ্বলন্ত আগুন ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কঙ্কাল। পুরো মণ্ডপজুড়ে বাজবে হাড়হিম করা ভূতের গর্জন ও নানা আওয়াজ। পুজো কমিটির সদস্য লক্ষণ বিশ্বাস ও পিন্টু দত্ত জানান, বিগত ২৪ বছর ধরে তাঁরা নিয়ম মেনে পুজো পরিচালনা করছেন। প্রতিবারই নতুন কিছু করার প্রয়াস থাকে। এবার ভূতের এই ব্যতিক্রমী থিম দর্শনার্থীদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করবে এবং মণ্ডপে উপচে পড়া ভিড় হবে বলেই আশাবাদী উদ্যোক্তার

চোপড়ায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব! কেটে নষ্ট করা হল কৃষকের নয় কাঠা জমির বেগুন গাছ

নয়া জামানা, চোপড়া ঃ উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, কেটে নষ্ট করা হলো প্রায় নয় কাঠা জমির বেগুন গাছ। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উচল গছ গ্রামের কৃষক সন্তোষ পালের এই আকস্মিক লোকসানে মাথায় হাত পড়েছে। প্রতিবছর বেগুন বিক্রি করে তাঁর ভালো আয় হলেও, এ বছর সমস্ত গাছ কেটে দেওয়ায় তাঁর দেড় থেকে দু লক্ষ টাকার ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গত বছরও এই জমি থেকে



ভালো ফলন পেয়েছিলেন তিনি। সকালবেলা ক্ষেতে এসে এই ধ্বংসলীলা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই কৃষক। এই বর্বরোচিত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-11-2026 19:29 Page 7

মহাকাশের আকাশে জঞ্জালের ভিড় কমাতে এবার নিজেই ঝাড়ু হাতে নামছে ভারত



২০৩০ সালের মধ্যে মহাকাশকে আবর্জনামুক্ত করার লক্ষ্যের কথা বৃহস্পতিবার জানালেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ভূবিজ্ঞান প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্ব) জিতেন্দ্র সিং। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, কর্মিবর্গ, জনঅভিযোগ, অবসরভাতা, পরমাণু শক্তি ও মহাকাশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বও তাঁর হাতে। হায়দরাবাদে কসমোসার্ভ স্পেসের 'বেস ১' কেন্দ্রের ভার্চুয়াল উদ্বোধনে তিনি এ কথা বলেন। কক্ষপথে ঘুরে বেড়ানো মহাকাশ-আবর্জনা সরানো এবং মহাকাশযানের রক্ষণাবেক্ষণের কাজই এই কেন্দ্রের মূল পরিচয়। নয়াদিল্লির কর্তব্য ভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে সিং বলেন, মহাকাশ-আবর্জনা অপসারণ প্রযুক্তিতে বিশ্বের প্রথম সারির অগ্রদূতদের তালিকায় নাম লেখাতে চলেছে ভারত। মহাকাশকে আরও নিরাপদ ও টেকসই করার জন্য বেসরকারি স্টার্টআপগুলি নতুন নতুন সক্ষমতা গড়ে তুলছে বলেও জানান তিনি। গাচিবাউলির ভিএসডি টেক পার্কে প্রায় ১৪,৮০০ বর্গফুটের এই কেন্দ্রে মহাকাশ-রোবটের নকশা, নির্মাণ, পরীক্ষা ও পরিচালনা, সবই এক ছাদের তলায়। রয়েছে কক্ষপথে মিলন ও ধরার গবেষণাগার, মহাকাশ রোবোটিক্স উদ্ভাবনী ল্যাব, মাইক্রোগ্র্যাভিটি সিমুলেশন প্ল্যাটফর্ম, উপগ্রহ জোড়ার ক্লিন রুম এবং মিশন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে বসেই মহাকাশের সব কাজের মহড়া সেরে ফেলার পুরো বন্দোবস্ত। হায়দরাবাদের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন তেলেঙ্গানার তথ্যপ্রযুক্তি ও শিল্পমন্ত্রী ডি. শ্রীধর বাবু এবং কসমোসার্ভ স্পেসের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ডঃ চিরঞ্জীবী ফণীন্দ্র। সংস্থার 'মিশন এমব্রেস'-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন সিং। ২০২৬ সালের জুলাইয়ে এই অভিযানে নরম রোবোটিক পাপড়ির মহাকাশ-পরীক্ষা সফল হয়েছে, আর সংস্থা তৈরির এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই। মন্ত্রীর কথায়, এ থেকেই বোঝা যায় দেশের বেসরকারি মহাকাশ ক্ষেত্র কতটা পরিণত হয়ে উঠছে। ইসরো ও গগনযান কর্মসূচির অভিজ্ঞতা কীভাবে বেসরকারি উদ্যোগে কাজে লাগছে, সে কথাও তিনি তুলে ধরেন। সহযোগিতার উদাহরণ হিসেবে মন্ত্রী উল্লেখ করেন, উপগ্রহ ব্যবস্থার জন্য পিক্সেল, প্রপালশনের জন্য নেদারল্যান্ডসের ধ্রুব অ্যারোস্পেস এবং উৎক্ষেপণের জন্য স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কসমোসার্ভ। তাঁর বক্তব্য, ভারতীয় স্টার্টআপগুলি এখন দেশীয় পে-লোড, ব্যাটারি প্রযুক্তি, উপগ্রহ ব্যবস্থা ও বেসরকারি উৎক্ষেপণ ক্ষমতা জুড়ে একেবারে সমন্বিত অভিযান গড়ছে। সরকারের মহাকাশ সংস্কার এবং নিউস্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড ও ইন-স্পেসের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে সিং জানান, দেশের মহাকাশ অর্থনীতি এখন প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলারের। আগামী দশকে সেটা ৪০ থেকে ৪৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছনোর সম্ভাবনা। মহাকাশ স্টার্টআপের সংখ্যা এক অঙ্কের ঘর পেরিয়ে প্রায় ৪৫০-এ ঠেকেছে। সিংয়ের কথায়, প্রতিভা আর প্রযুক্তিগত দক্ষতা ভারতের বরাবরই ছিল, ঘাটতি ছিল এমন একটা পরিবেশের, যেখানে তরুণ উদ্ভাবকেরা নিজেদের মেলে ধরতে পারেন। দেশি-বিদেশি লগ্নিকারীদের আরও বেশি করে এগিয়ে আসার ডাক দেন তিনি। বিজ্ঞান ও গবেষণার জন্য দানের হাতও আরও বাড়ানোর আর্জি জানান মন্ত্রী। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা থাকবে ঠিকই, তবে প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতা ও সার্বভৌম সক্ষমতাই মূল লক্ষ্য, জানান সিং। দৃষ্টান্ত হিসেবে টেনে আনেন চন্দ্রযান ও গগনযানকে, যেখানে তুলনামূলক কম খরচে জটিল অভিযান সামলানোর ক্ষমতা দেখিয়েছে ভারত। গতিশক্তি কর্মসূচির আওতায় পরিকাঠামো পরিকল্পনা, স্মার্ট সিটি এবং বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতিতেও যে মহাকাশ প্রযুক্তির কাজ আছে, সে কথাও মনে করিয়ে দেন মন্ত্রী। কসমোসার্ভ স্পেসের কাজকে তিনি 'বিশ্ববন্ধু ভারত'-এর প্রকাশ বলে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, মহাকাশকে টেকসই রাখার এই উদ্যোগ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে গোটা মানবজাতির কাজে লাগবে।

বাংলাদেশ-নেপালের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি হবে ভারতের', '৪০ লক্ষ যুবা প্রস্তুত, বিস্ফোরক কং মন্ত্রী

নয়াদিল্লিঃ 'বাংলাদেশের ছাত্রবিক্ষোভই অনুপ্রেরণা।' আইসা প্রধান নেহা বোরা আগেই বলেছেন। প্রশান্ত ভূষণ বলেছেন, দেশে রেজিম চেঞ্জই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। এই মন্তব্যগুলিকে হাতিয়ার করে ইতিমধ্যেই পালটা আসরে নামছে বিজেপি। রাজ্যে রাজ্যে গণতন্ত্র বাঁচাও-অরাজকতা হটাও পদযাত্রাও শুরু করেছে বিজেপি। এসবের মধ্যে গেরুয়া শিবিরের হাতে নয়া অস্ত্র তুলে দিলেন ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী তথা রাজ্যের প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা ইরফান আনসারি। তিনি প্রকাশ্যে বলে দিলেন, রাহুল গান্ধী ইশারা করলেই ভারতের পরিস্থিতি নেপাল-বাংলাদেশের থেকেও খারাপ হবে। ইরফান আনসারি বলছেন, তগোটা দেশ আজ রাস্তায়। ৪০ লক্ষ যুবক আজ রাস্তায়। তাঁরা শান্ত আছে শুধু রাহুল গান্ধীর দিকে তাকিয়ে। রাহুল গান্ধী ইশারা করলেই ভারতের অবস্থা বাংলাদেশ -নেপালের থেকেও খারাপ অবস্থা হবে ভারতের।দ ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রীর কথায়, সরকারের কাজ মানুষের কাজ সহজ করা। কিন্তু এই সরকার কাজ সহজ করার বদলে আরও কঠিন করছে। যদি সরকার দ্রুত সাধারণ মানুষের সমস্যা না মেটায় তাহলে যুব সমাজ রাস্তায় নামবে। এখন শুধু রাহুল গান্ধীর দিকে তাকিয়ে তাঁরা শান্ত। ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রীর ওই মন্তব্য হাতিয়ার করে আসরে নেমে গিয়েছে বিজেপি। গেরুয়া শিবির বলছে, ইরফান আনসারি গোপন কথাটি ফাঁস করে দিয়েছেন। অরাজকতা তৈরিই যে কংগ্রেসের আসল উদ্দেশ্য সেটা তাঁর মন্তব্যে স্পষ্ট। বিজেপি নেতা শাহনওয়াজ হুসেন বলছেন, তএটা কোনও সাধারণ মন্তব্য নয়। এই মন্তব্যকে আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। এভাবে নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিষেদগার করার অধিকার কাউকে দেওয়া উচিত নয়। এটা কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্য। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। জনবিক্ষোভ, জেন জি-কে ক্ষেপিয়ে তুলে সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামানো, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা। ককরোচ জনতা জনতা পার্টি এবং জেন জি'র বিক্ষোভকে শুরু থেকেই সরকার ফেলার বিদেশি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে বর্ণনা করে আসছেন বিজেপি সমর্থকরা। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে যে জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী আন্দোলন চলছে, সেটাকেও ওই একই সারিতে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা হিসাবেই দেখাচ্ছে বিজেপি।

দেশে ফিরতে বিদেশি শক্তির আশীর্বাদের প্রয়োজন নেই,

মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া মাথায় নিয়েই ফিরবঃ শেখ হাসিনা



নয়াদিল্লিঃ নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন করতে আমেরিকা বা ভারতের মতো কোনো বিদেশি শক্তির সহায়তা কিংবা আশীর্বাদের প্রয়োজন নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার বার্তা সংস্থা এপি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি সাফ জানিয়েছেন, গ্রেফতার বা মৃত্যুর ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে স্বদেশে ফেরার সিদ্ধান্ত থেকে তিনি একচুলও সরছেন না। ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে ছাত্র আন্দোলনের জেরে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকেই তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে জল্পনা চলছে। এই পরিস্থিতিতে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিদেশি রাষ্ট্রগুলির কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ চান কি না, সেই প্রশ্নে হাসিনা বলেন, ক্ষুব্ধসকল রাষ্ট্রের সঙ্গেই বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাকে আমি গুরুত্ব দিই। সেটাই সর্বদা আমাদের বিদেশনীতি ছিল। কিন্তু নিজের দেশে ফিরতে আমার কোনো বিদেশি শক্তির আশীর্বাদের প্রয়োজন নেই। ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে তরুণ বিক্ষোভকারীদের ওপর রক্তক্ষয়ী দমনপীড়নের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল হাসিনাকে তাঁর অনুপস্থিতিতেই মৃত্যুদণ্ড দেয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ওই অস্থিরতায় প্রায় চৌদ্দশো জনের প্রাণহানি ঘটেছিল। তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে এই বিচারপ্রক্রিয়া ও রায়কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

পাকিস্তানে তিতিবিরক্ত অধিকৃত কাশ্মীরিরা !

পাকিস্তানঃ জ্বলছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। আর এই পরিস্থিতিকে গাজার সঙ্গে তুলনা করছেন সেখানকার বাসিন্দারা। পাশাপাশি পাক সেনার সঙ্গে আইডিএফ তথা ইজরায়েলের সেনার তুলনাও করছেন তাঁরা। বলছেন, পিওকে যেন প্যালেস্টাইন! বৃহস্পতিবার পাক অধিকৃত কাশ্মীরে হামলা চালায় পাক সেনা। মৃত্যু হয় অন্তত সাতজনের। আহতের সংখ্যা ২৩। পাক ও কাশ্মীরি সাংবাদিকদের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষ যাঁরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করছিলেন রাওয়ালপিন্ডিতে, তাঁদের উপরে নির্বিবাদে গুলি চালিয়েছে পাক সেনা। মৃতের সংখ্যা, কোনও কোনও পাক সাংবাদিকের মতে ১২-ও হতে পারে! ইজরায়েলে গাজা উপত্যকায় আইডিএফের হামলা ঘিরে তোলপাড় হয়েছিল বিশ্ব। এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। ইজরায়েলি সেনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে হামাস জঙ্গিদের



খুঁজতে হাসপাতালে পর্যন্ত হামলা হয়েছে। সেই ঘটনায় যেভাবে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়েছে তা নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে গোটা বিশ্বে। এবার পিওকে-তে পাক সেনার হামলাকে সেই ঘটনার সঙ্গেই তুলনা করছেন বিক্ষুব্ধ কাশ্মীরিরা। গত ৫ নভেম্বর পাকিস্তানি রেঞ্জার্স, ফ্রন্টিয়ার কোর সদস্য এবং পুলিশের চালানো একটি অভিযানের পরই এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ওই অভিযানে 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি' (জেএএসি)-এর দখলে থাকা প্রতিবাদস্থলগুলো খালি করে দেওয়া হয়। পাকিস্তানে নিষিদ্ধ এই সংগঠনটি জুন মাস থেকে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। তারা মৌলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের দাবি জানানোর পাশাপাশি ৩৮ দফা সনদ বাস্তবায়নের দাবি করছে; যা ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তানের অবৈধ দখলে থাকা এই অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একটি ভিডিওতে জেএএসি নেতা সরদার উমর নাজির কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখান, যা তাঁর ভাষ্যমতে আবাসিক এলাকায় ড্রোন হামলার পর উদ্ধার করা বোমার টুকরো। তিনি দাবি করেন যে, ড্রোনগুলো বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিবাদ শিবিরগুলোর ওপর হামলা চালাচ্ছে। এছাড়া, পাকিস্তানের দমন-পীড়ন তীব্রতর হওয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের রাওয়ালাকোটে চলে আসার আহ্বান জানান।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-11-2026 19:29 Page 8

দলে থাকতে ৪০ কোটি বেতন চাই!

আইপিএল নিলামের আগে অবিশ্বাস্য দাবি তারকা ক্রিকেটারদের

আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বেতন কত? ২০২৫-র মহা নিলামে ঋষভ পন্থকে রেকর্ড ২৭ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। কিন্তু এই টাকাও তুচ্ছ। ৪০ কোটি টাকা চাই! তবেই থাকবেন নিজেদের ফ্র্যাঞ্চাইজিতে। এবার মিনি নিলামের আগে অনেক তারকা ক্রিকেটারই এরকম অবিশ্বাস্য দাবি করে বসেছেন। আগামী ১৬ ডিসেম্বর আইটিসি গ্র্যান্ড গোয়ায় নিলাম হবে। ১৭ নভেম্বর রিটেনশনের ডেডলাইন বলে জানানো হয়েছে। তার মধ্যে সব দলকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। এবার যেহেতু মিনি নিলাম, তাই স্লট কম। প্রতি দল ৫-৬ জনের বেশি প্লেয়ার নেবে না। তাই টাকা ওড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর এই সুযোগে ঝোঁপ বুঝে কোপ মারতে তৈরি অনেক ক্রিকেটার। একটি ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইটের মতে, আইপিএলের কিছু তারকা ক্রিকেটার তাঁদের রিটেনশন ফি হিসেবে ৪০ কোটি টাকা চেয়ে বসেছেন। তাঁরা নিজেদের ফ্র্যাঞ্চাইজিকে জানিয়ে দিয়েছেন, এই পরিমাণ টাকা দিলে



তবেই দলে থাকবেন। তাঁদের মনে হয়েছে, বর্তমান রিটেনশন ফি'র থেকে নিলামে অনেক বেশি টাকা পেতে পারেন। তাই অনেক ক্রিকেটারই এই পদক্ষেপ নিতে পারেন। বর্তমানে একটি দলের জন্য মোট বরাদ্দ থাকে ১২০ কোটি টাকা। আগামী বছর সেটা বেড়ে ১৫০ কোটি টাকা হতে পারে। ফলে তারকা ক্রিকেটাররা ২০২৭-র নিলামে বেশি টাকা পেতে পারেন। তাই এখন থেকেই চাপ বাড়ানোর কাজ শুরু করছেন। তবে কারা সেই ক্রিকেটার, তা জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে প্লেয়ার নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। আর সেটা চলবে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত। ১ ডিসেম্বরের মধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের পছন্দের প্লেয়ারদের নাম জানাতে হবে। তার দু'দিন পর অর্থাৎ ৩ ডিসেম্বর সেই নাম প্রকাশিত হবে। সাধারণত, একটা মরশুম শেষ হওয়ার একমাস পর থেকে ট্রেড উইন্ডো শুরু হয়। যা নিলামের একসপ্তাহ আগে পর্যন্ত চলে। তবে এখনও ২০২৭-র আইপিএলের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। তবে এবার মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে আইপিএল শুরু হতে পারে।

যুব অলিম্পিকে রুপোলি সাফল্য ১৫ বছরের তন্বীর



শেষ পর্যন্ত সোনা জেতা হল না। কিন্তু হার না মানা লড়াইয়ে মন জয় করে নিল তন্বী পাত্রী। মাত্র ১৫ বছর বয়সে যুব অলিম্পিক ব্যাডমিন্টনে রুপো জিতে নজির ওড়িশার এই শাটলারের। সেনেগালের ডাকারে মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে চিনের জুনিয়র বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ঝাং ই জিনের কাছে হারলেও তন্বীর এই লড়াই দীর্ঘ দিন মনে থাকবে। ১ ঘণ্টা ২২ মিনিটের টানটান দ্বৈরথে ১৫-২১, ২১-১৩, ২৬-২৪ ব্যবধানে জিতে সোনা ছিনিয়ে নেন ঝাং। যুব অলিম্পিক ব্যাডমিন্টনে প্রথম ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে পদক জিতল তন্বী। এর আগে এইচএস প্রণয় (২০১০) এবং লক্ষ্য সেন (২০১৮) এই প্রতিযোগিতায় রুপো জিতেছিলেন। ফাইনালের তৃতীয় গেমে একটা সময় ১০-১৯ পিছিয়ে ছিল তন্বী। সেখান থেকে ম্যাচে ফেরা কার্যত অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু হার মানতে রাজি ছিল না ভারতীয় কিশোরী। পরের দশটি পয়েন্টের মধ্যে ন'টি জিতে স্কোর নিয়ে যান ১৯-২০-তে। এরপর ২০-২০। একাধিকবার ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচায়। একটা সময় স্কোর লাইন ছিল ২৪-২৪। যদিও শেষ হাসি হাসেন চিনের শাটলারই। টানা দু'পয়েন্ট জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন ঝাং। প্রথম গেমে অবশ্য শুরু থেকেই দাপট ছিল তন্বীর। ৩-৫ পিছিয়ে পড়েও পরপর সাতটি পয়েন্ট জিতে ১০-৫ এগিয়ে যায় ভারতীয় কিশোরী। তন্বীর নিখুঁত ক্লিয়ার থেকে আক্রমণাত্মক স্ম্যাশে বারবার বিপাকে পড়ছিলেন চিনা প্রতিপক্ষ। মাত্র ২৫ মিনিটের লড়াইয়ে প্রথম গেম জিতে আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে নেন ভারতীয় শাটলার। কিন্তু দ্বিতীয় গেমে ছবিটা বদলে যায়। শুরুতে ৪-০ এগিয়ে গেলেও ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করেন ঝাং। রক্ষণ সামলে পালটা আক্রমণে পয়েন্ট তুলে নিয়ে ২১-১৩ ব্যবধানে গেম জিতে সমতা ফেরান তিনি। তৃতীয় গেমে আরও কড়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তন্বী। তার মধ্যে আবার নির্ধারিত সময়ের বেশি বিরতি নেওয়ায় হলুদ কার্ডও দেখতে হয় তাকে। চোখে ধুলো বা পালকের ছোট টুকরো ঢুকে যাওয়ায় সাময়িক অস্বস্তিও হয়েছিল। তার উপর কোর্টের বাতাসের দিক পরিবর্তন! তখন কিছুটা হলেও চাপে পড়ে যায় ভারতীয় শাটলার। সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা। ১০-১৯ থেকে ২০-২০, তার পর ২৪-২৪! তন্বীর লড়াই ছিল চোখে পড়ার মতো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাজিমাত করেন চৈনিক প্রতিপক্ষ। ম্যাচের পরে তন্বী বলেন, তএই সাফল্য আমার কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি। এই পদক ভবিষ্যতে আরও ভালো খেলতে উৎসাহ দেবে। ফাইনালটা বেশ জমজমাট হয়েছে। তৃতীয় গেমে তো লড়াই জমে উঠেছিল। অনেকটা পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছি। তবে কোর্টের বাতাসের দিক পরিবর্তন সমস্যায় ফেলেছিল। এর ফলে কয়েকটি শট বাইরে চলে যায়।দ মাত্র ১৫ বছর বয়সেই তন্বীর পরিণতবোধে মুগ্ধ সকলে। গত তিন মাসে এশীয় অনূর্ধ্ব-১৭ প্রতিযোগিতায় সোনাজয়ের পরে এবার যুব অলিম্পিকে রুপো। অল্প সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিচিতি তৈরি করে ফেলেছে সে। তবে পদকই তন্বীর কাছে এই সফরের একমাত্র প্রাপ্তি নয়। বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব, অ্যাথলিট হাউসে একসঙ্গে সময় কাটানোর স্মৃতিও তার কাছে স্পেশাল। এবার দেশে ফিরে পরিবারের সঙ্গে সেলিব্রেশনের অপেক্ষা। তন্বীর কথায়, তবাড়ি ফিরে সেলিব্রেট করব। মা আমার জন্য ভালো ভালো খাবার বানিয়ে দেবে।

বায়ার্ন মিউনিখের জার্সিতে ভারতীয় শিল্পকলা

দীপাবলির আবহে ভারতীয় ফুটবল অনুরাগীদের জন্য এক অনন্য উপহার নিয়ে এল জার্মানির বুন্দেসলিগা চ্যাম্পিয়ন ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখ। ভারতীয় পরাবাস্তববাদী শিল্পী অভয় সেহগলের নকশায় একটি বিশেষ সংস্করণের দীপাবলি জার্সি উন্মোচন করেছে তারা। এই বিশেষ পোশাকে শৈশবের স্মৃতি, ভারতীয় ঐতিহ্য ও ফুটবলের প্রতি গভীর আবেগের এক চিত্তাকর্ষক মেলবন্ধন তুলে ধরা হয়েছে। গাঢ় বেগুনি রঙের জমিনের উপর সূক্ষ্ম কমলা, লাল ও সোনালি রঙের কারুকাজ খচিত এই বিশেষ জার্সি গায়ে তুলে দীপাবলি উদযাপনে শামিল হয়েছেন ক্লাবের মহাতারকা হ্যারি কেন, সের্জ নাব্রি, কিম মিন-জে এবং দায়ো উপামেকানোর মতো ফুটবলাররা। জার্সির রূপকার অভয় সেহগলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সম্প্রতি ব্যালন ডি'অর ২০২৬ জয়ী তারকা স্ট্রাইকার হ্যারি কেন। তিনি বলেন, ভারত থেকে এই উৎসবের মরসুমে এমন একটি অনবদ্য নকশা উপহার দেওয়ার জন্য অভয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ। শিল্পীর কথায়, এই কাজের জন্য বায়ার্ন কর্তৃপক্ষ তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের



জীবনের ফেলে আসা দিন এবং একই সঙ্গে ভারতে ফুটবল খেলা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বপ্নকে জার্সির জমিনে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নকশায় রয়েছে শিল্পীর বোর্ডিং স্কুলের স্মারক হিসেবে একটি ঘড়িঘর, মেঘের ওপর বসে থাকা এক শিশু, খসে পড়া তারা এবং সোনালি চাঁদকে ঘিরে থাকা দুটি উৎসবমুখর হাতি, যা শিল্পীর চোখে ফুটবলের গভীর অর্থ প্রকাশ করে। হাতে আঁকা ছবি, ভারতের চিরাচরিত ব্লক প্রিন্টিং এবং সূচিকর্মের সমন্বয়ে তৈরি এই জার্সিটি ইউরোপীয় ফুটবল এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে এক নতুন মেলবন্ধন গড়ে তুলেছে। শিল্পী জানিয়েছেন, জীবনে সাফল্য এলেও মাটিতে পা রেখে চলার ভারতীয় সংস্কৃতিও এই সৃষ্টির অন্যতম অনুপ্রেরণা। এই বিশেষ উদযাপনকে আরও স্মরণীয় করে তুলতে সমর্থকদের জন্য একটি লটারির ব্যবস্থাও করেছে বায়ার্ন কর্তৃপক্ষ, যার মাধ্যমে সৌভাগ্যবান ভক্তরা এই বিশেষ জার্সিটি নিজেদের সংগ্রহে রাখার সুযোগ পাবেন।

নেতৃত্বের টুপি পরতে বড্ড তাড়াহুড়ো,

বৈভবের সহ-অধিনায়কত্ব নিয়ে সতর্কবার্তা সচিনের

১৫ বছর বয়সেই আইপিএলে কমলা টুপির মালিক, ভারতের জার্সিতে টি-টোয়েন্টি অভিষেক এবং এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের পর ক্রিকেট মহলে বিস্ময়-বালক হিসেবেই পরিচিত বৈভব সূর্যবংশী। তবে একের পর এক রেকর্ডের পালক জমার মাঝে এবার তার ঝুলিতে এমন এক দায়িত্ব এসেছে, যা দেখে খোদ সচিন তেন্ডুলকরের মনে হয়েছে পদক্ষেপটি বড্ড দ্রুত ফেলা হচ্ছে। সম্প্রতি দলীপ ট্রফিতে ইস্ট জোন দলের সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে এই তরুণ ব্যাটারকে। সামাজিক মাধ্যম রেডিটের এক 'আস্ক মি এনিথিং' প্রশ্নোত্তর পর্বে এক অনুরাগীর প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি এই দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সচিন। মাস্টার ব্লাস্টার





স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, আমার মনে হয় দলীপ ট্রফিতে ওর সহ-অধিনায়ক হওয়াটা একটু বেশিই তাড়াহুড়ো হয়ে গেল। লাল বলের ক্রিকেটে ওকে আরও বেশি ম্যাচ খেলতে দেওয়া উচিত এবং একটা করে ধাপ এগোনো দরকার! ব্যাটিং কিংবদন্তির এই মন্তব্যে তরুণ প্রতিভার প্রতি কোনো অনাস্থা নেই, বরং রয়েছে তাকে অকাল নেতৃত্বের বোঝার হাত থেকে বাঁচিয়ে লাল বলের ক্রিকেটে ভিত শক্ত করতে দেওয়ার সচেতন পরামর্শ। ঘটনাচক্রে সেন্ট্রাল জোনের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে ইস্ট জোনের নিয়মিত অধিনায়ক ঈশান কিষান কবজিতে চোট পেলে ফিল্ডিংয়ের সময় কিছুক্ষণের জন্য দলের দায়িত্ব সামলেছিল বৈভব,
যার সুবাদে দলীপ ট্রফির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়কের নজিরও গড়ে ফেলে সে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।